সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতির আদেশের সারাংশ যা ৪ই মে 2009 সালে ঘোষিত হয়েছিল।

1. সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি আদেশ দিয়েছিলেন যে রাঘবন কমিটির পক্ষ থেকে যেসকল সুপারিশগুলি করা হয়েছে সেগুলি অতিসত্বর লাগু করতে হবে। এগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত

    - আত্মবিশ্বাস যাতে বাড়ে এমন কাজ করা যেমন কাউন্সেলের নিয়োগ করা, জুনিয়র ছাত্রেরা আসার পর এক সপ্তাহ বা দু সপ্তাহে একবার উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের আসা, সহজে একে অপরকে গ্রহন করতে পারে এমন যৌথ কর্মসূচী, অধ্যক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পক্ষ থেকে নতুন এবং উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে যৌথ কর্মসুচী, ব্যাপকভাবে সাংস্কৃতিক, খেলাধুলো বা অন্যান্য কর্মসুচীর আয়োজন করা, সংশ্লিষ্ট হোস্টেলের দায়িত্বে থাকা শিক্ষককে ঐ হোস্টেলের সঙ্গে রাত্রে একসঙ্গে বসে খাবার খাওয়া অত্যাদী।
    - প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই একটি রাগিং বিরোধী কমিটি বা রাগিং বিরোধী স্কোয়াড রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রাগিং বিষয়ে একটি পর্যবেক্ষন সেল থাকবে যে সেলটির কাজ হবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ এবং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চ্যান্সেলার পর্যায়ের একটি মনিটরিং সেল থাকবে।
    - বেসরকারী এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ক্যাম্পাসের বাইরে তৈরী হওয়া বিভিন্ন লজ এবং হোস্টেল যেগুলির সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে, সেগুলির পরিচালন কমিটি এবং হোস্টেলগুলির বিষয়ে স্থানীয় পুলিস প্রশাসনকে জানিয়ে রাখতে হবে এবং এই ধরণের হোস্টেল বা লজগুলি করবার আগে নিশ্চিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে সুপারিশ প্রয়োজন এটি অবশ্যম্ভাবী করতে হবে। এটি বাধ্যতামুলক যে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন এবং তার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকদের নিশ্চিতভাবে বিভিন্ন ঘটনার উপর নজর রাখতে হবে যেগুলি রাগিং করার বিষয়গুলির আওতায় আসে।
    - সর্বদা প্রতিটি ওয়ার্ডেনকে থাকতে হবে এবং সেইকারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যেন টেলিফোন এবং যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের সাহায্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। একইভাবে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা যথা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষকগণ, রাগিং বিরোধী কমিটির সদস্যগণ, জেলা এবং মহকুমার বিভিন্ন আধিকারিক এবং যেটি প্রয়োজন হয় জেলার আধিকারিকদের টেলিফোন নম্বরগুলি প্রয়োজনের স্বার্থে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে যাতে কেউ আক্রান্ত হলে জরুরীভিত্তিতে সাহায্যের জন্য অথবা জানানোর জন্য যোগাযোগ করতে পারে।
    - ব্রোশিওর বা পুস্তিকা/লিফলেট শিক্ষা বর্ষ শুরুর মূহূর্তে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর হাতে তুলে দিতে হবে যাতে তারা জানতে পারে যে কোনভাবেই তারা যেন রাগিং করা বা রাগিং করাকে উসাহ দান মুলক কাজ করে, এতে

কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে এবং প্রতিবিধান করবার ছক রূপায়িত থাকবে।

- প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের প্রতিটি হোস্টেলে যেন একজন করে সর্বক্ষণের ওয়ার্ডেন থাকে যিনি হোস্টেলে থাকবেন অথবা এই হোস্টেলের সবথেকে কাছের কোন বাড়িতে তিনি থাকবেন।

2. মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়েছে যে ভারত সরকারের মানব সম্পন উন্নয়ন দপ্তর, ইউজিসি, এমসিআই, এআইসিটিই এবং অন্যান্য সমগোত্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের পক্ষ থেকে একটি কেন্দ্রীয়ভাবে একটি হটলাইন খোলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে এবং ড. রাজ খচরু যেভাবে সুপারিশ করেছেন সেই মোতাবেক একটি রাগিং বিরোধী তথ্যভান্ডার খোলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। যাইহোক, মাননীয় আদালতে পক্ষ থেকে, যোগ করা হয়েছে যে
    - এই তথ্যভান্ডার পর্যবেক্ষণের কাজটি একটি বেসরকারী সংস্থাকে দেওয়া হবে যার নির্বাচন অতি সত্বর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সম্পন্ন করা হবে যাতে জনমানসে বিশ্বাস অর্জন করা যায় এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে এবং রাঘবন কমিটির প্রতি অসম্মতি বিষয়ক তথ্য জানানো যায়।
    - প্রতিটি ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক/পিতামাতা যেভাবে এফিডেভিট পূরণ করবে তার ভিত্তিতে এগুলি সম্পন্ন করা হবে এবং এই এফিডেভিটগুলি বৈদ্যুতিনভাবে সঞ্চিত থাকবে এবং তাতে প্রতিটি ছাত্রের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।
    - এই তথ্যভান্ডারে রাগিং বিষয়ক কোন ঘটনা থাকলে সেটি নথিবদ্ধ থাকবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘটনায় কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তারও উল্লেখ থাকবে।

3. মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশে যে ইউজিসি কর্তৃক যে রেগুলেশেনস অন কার্বিং দি মিনাস অফ রাগিং তৈরী করা হয়েছে সেটি প্রতিটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেমন এআইসিটিই, এমসিআই, ডিসিআই, এনসিআই ইত্যাদি কর্তৃক পালন করতে হবে।

4. মহামান্য আদালতের পক্ষ থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে আমন কচরুর মৃত্যুর ঘটনায় এই বিষয়টি পরিস্কারভাবে প্রমাণিত যে নিয়মকানুন এবং নির্দেশিকা যেগুলি গঠন করা হয়েছিল সেগুলি যথেষ্ট নয়। এইকারণে, মহামান্য আদালতের পক্ষ থেকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে এই সকল নিয়মাবলি কঠোরভাবে লাগু করতে হবে এবং যারা রাগিং করছে তাদেরকে সঠিক সময়ে শাস্তি দেওয়া বা রাগিং প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে আইনীভাবে জরিমানা করা হবে। এই আইনি ব্যবস্থা ছাড়াও, বিভাগীয় তদন্তের আওতায় থাকবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/ প্রশাসনের আধিকারিক বা সদস্য/ শিক্ষক মহাশয়গণ, অশিক্ষক কর্মচারী যারা রাগিংয়ের অভিযোগের বিরুদ্ধে উদাসীনতা বা প্রশ্রয়ের মানসিকতা দেখান।

5. মহামান্য আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রীরাই নয় শিক্ষকমহাশয়দেরও রাগিংয়ের কুফলতার বিরুদ্ধে এবং এর প্রতিবিধান কিভাবে করা যায় সেই বিষয়ে সংবেদনশীল হতে হবে। অশিক্ষক কর্মচারী যাতে প্রশাসনিক কর্তা, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, নিরাপত্তা কর্মীও অন্তর্ভুক্ত তাদেরকেও এই রাগিংয়ের কুফল এবং প্রভার সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল করতে হবে।

6. মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট আদেশে দিয়েছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ বিভাগের অধ্যক্ষ বা প্রধান তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রতিটি কর্মী যেখানে শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী বা সদস্য, এই প্রতিষ্ঠান চত্বরে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মী যেমন ক্যান্টিন চালান যারা নিরাপত্তা কর্মী বা এই বাড়িটি এবং বাগান দেখাশোনার কাজে যারা নিযুক্ত আছেন তাদের সকলের কাছ থেকে একটি ঘোষনা পত্র নেওয়া হয় যে তারা এই প্রতিষ্ঠানের কোথাও রাগিং হচ্ছে এমন কোন ঘটনা ঘটছে দেখতে পেলে অবশ্যই জানাবেন। একটি এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে যে কর্মীদের সার্ভিস রুলে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যান কিনা যে যেসকল কর্মী রাগিং সম্পর্কিত কোন ঘটনা জানাচ্ছেন তার সেই প্রশংসনীয় পদক্ষেপে তার সার্ভিস বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা।

7. মহামান্য আদালতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা/অভিভাবকদের এটি আশু কর্তব্য যে কোন ধরণের কোন রাগিংয়ের ঘটনা ঘটলে অতি সত্বর সেটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নজরে আনবেন।

8. মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এসএইচও/এসপি যার অধিক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট কলেজটি থাকবে তাঁকে সেই কলেজের হয়ে নিশ্চিয়তা দিতে হবে যে সংশ্লিষ্ট কলেজেটিতে কোন রাগিংয়ের ঘটনা ঘটে নি, এবং রাগিং সংক্রান্ত কোন ঘটনা ঘটলে তাদেকে নিশ্চিতিভাবে সেই ঘটনাটিকে কার্যকরীভাবে মোকাবিলা করতে হবে। যখন একবার ঐ কেন্দ্রিয় তথ্যভান্ডার এবং ক্রাইসিস হটলাইন টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে তখন অতি শীঘ্র ঐ সংশ্লিষ্ট কলেজের রাগিংয়ের ঘটনাটি এসএইচও/এসপি যার অধিক্ষেত্রে ঐ কলেজেটি অন্তর্গত থাকবে তাঁকে ক্রাইসিস হটলাইন কর্মীদের মারফত যোগাযোগ করা হবে, যাতে ঐ এসএইচও/এসপি অতি দ্রুততার সঙ্গে কার্যকরীভাবে রাগিংয়ের ঘটনাটির মোকাবিলা করতে পারেন এবং ক্রাইসিস হটলাইন কর্মী এবং/অথবা নিরিক্ষেপ পর্যবেক্ষণ সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং যোগাযোগ করতে পারেন। এই ব্যবস্থা সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং সাহস নিয়ে আসবে যার ফলে তারা ভয় না পেয়ে বা দেরী না করে রাগিং সংক্রান্ত ঘটনা অতি সত্বর জানিয়ে দেবে।

9. মহামান্য আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে যখন একবার এই তথ্যভান্ডার/ক্রাইসিস হটলাইন কার্যকরী হয়ে যাবে, তখন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাগিং বিরোধী সংবিধি সংশোধন করা হবে যাতে কয়েকটি বিষয়

অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের প্রতি নেওয়া আইনি পদক্ষেপের উল্লেখ করা থাকবে।